



## 7180 - শশিদরে নাম রাখার আদবসমূহ

### প্রশ্ন

আমি আমার ছেলের নাম রাখতে চাই। এ সংক্রান্ত ইসলামী আদবগুলো কী কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবিসন্দেহে নামের বিষয়টি মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। কারণ কারো নাম হচ্ছে তার পরিচায়ক ও তাকে নির্দেশক। তার সাথে যোগাযোগ করা ও তার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করার জন্য নাম জরুরী। নাম ব্যক্তির শোভা ও প্রতীক; যা দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে ডাকা হবে। নাম ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরে ও নির্দেশে করে যে, সে অমুক ধর্মে অনুসারী। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে নামের নানা রকম বিবেচনা ও নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের কাছে নাম পোশাকের মত। খাটো হলও খারাপ দেখায়, আবার লম্বা হলও খারাপ দেখায়।

যে কোন নাম রাখার মূলবিধান হচ্ছে- বৈধতা। তবে কিছু কিছু নামের ব্যাপারে শরয়ি নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেগুলো পরিত্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়; যমেন:

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আব্দ বা দাস হিসেবে নামে নাম রাখা; স্টো কোন প্রেরিত নবীর দাস হোক কিংবা কোন নকৈট্যশীল ফরেশেতার দাস হোক। কোন অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আব্দ বা দাস হিসেবে নাম রাখা জায়যে নয়। গাইবুল্লাহর আব্দ বা দাস হিসেবে যসেব নাম রয়েছে; যমেন- **عبد النبي** (আব্দুন নবী বা নবীর দাস), **عبد الأمير** (আব্দুল আমরি বা আমীরের দাস), ইত্যাদি যে নামগুলোতে গাইবুল্লাহ-র দাস হওয়া বা অনুগত হওয়ার অর্থ রয়েছে। কটে নজি এভাবে নাম গ্রহণ করলে কিংবা তার পরিবার এভাবে তার নাম রাখলে সে নাম পরিবর্তন করা ওয়াজবি। মর্যাদাবান সাহাবী আব্দুর রহমান বনি আওফ বলেন: আমার নাম ছিল **عبد عمرو** (আব্দ আমর বা আমরের দাস) - অন্য রেওয়াজে এসেছে **عبد الكعبة** (আব্দুল কাবা বা কাবার দাস)। আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাম রাখলেন: 'আব্দুর রহমান'। [মুসতাদরাক হাকিমি (৩/৩০৬) এবং যাহাবী তাঁর সাথে সহমত পোষণ করছেন]

আল্লাহর কোন খাস নামে নাম রাখা। যমেন কারো নাম রাখা: আল-খালকে, আর-রাযকে, আর- রব্ব বা আর-রহমান ইত্যাদি যগুলো আল্লাহর খাস নাম। কিংবা এমন নাম রাখা যে বশেষ্ট্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না; যমেন- **ملك الملوك** (মালিককুল মুলুক বা রাজাধিরাজ) কিংবা **الفاهر** (আল-কাহরে বা পরাভূতকারী) ইত্যাদি। এ ধরণের নাম রাখা হারাম এবং কারো



এ ধরণে নাম থাকলে পরবির্তন করে নেয়া ওয়াজবি। যহেতু আল্লাহ্ বলছেন: “আপনিকি তাঁর সমনাম কাউকে জাননে?”[সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৬৫]

যসেব নাম বধির্মী বা কাফরে সম্প্রদায়রে খাস নাম সসেব নাম রাখা। অর্থাৎ যে নামগুলো দিয়ে শুধু তাদরেকহে বুঝায় অন্যদেরকে নয়। যমেন- عبد المسيح (আব্দুল মসহি বা মসহি-র দাস), بطرس (বুতরাস বা পিটার), جرجس (জুরজাস বা জর্জ) ইত্যদি কুফরি ধর্ম নরিদশেক নামসমূহ।

আল্লাহ্ ব্যতীত যসেব প্রতমি বা তাগুতরে পূজা করা হয় তাদরে নামে নাম রাখা। যমেন- শয়তানরে নামে নাম রাখা ইত্যাদি।

উল্লেখতি কোন নাম রাখা জায়যে নয়; বরং হারাম। যে ব্যক্তি পূর্বকোক্ত নামগুলোর কোন একটিকে নজিরে নাম হিসেবে গ্রহণ করছেন কথিবা অন্য কটে তার নাম রখেছেন তার কর্তব্য হচ্ছে সে নাম পরবির্তন করা।

যে সব নাম সহজাত প্রবৃত্তিরি কাছা অপছন্দনীয় সসেব নাম রাখা মাকরুহ। এসব নামরে খারাপ অর্থরে কারণে কথিবা হাসি-ঠাট্টার উদ্রকে করার কারণে। তাছাড়া এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ভাল নাম রাখার য়ে নরিদশে সটোও লঙ্ঘতি হয়। যমেন কারো নাম রাখা ‘হারব’ (যুদ্ধ), ‘রাশশাশ’ (মশেনি গান), কথিবা ‘হায়াম’ (উটরে বশিষে রোগ), ইত্যাদি য়ে নামগুলোর অর্থ অসুন্দর ও ঘৃণতি।

জবৈকি চাহদি ও উত্তজেনার অর্থ বহন করে এমন নাম রাখা মাকরুহ। মহলাদরে নাম রাখার ক্ষত্রে এ বিষয়টি বিশেষি ঘটে থাকে। যমেন- কিছু কিছু মহলাির নামরে মধ্যে যটন বশেষিট্যরে উল্লেখ পাওয়া যায়।

জনেশুনে গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা বা এ ধরণে পাপে নমিজ্জতি লোকদরে নামে নাম রাখা মাকরুহ। যদি তাদরে নামগুলো সুন্দর অর্থবহ হয় তাহলে সেই সুন্দর অর্থরে কারণে তাদরে নামে নাম রাখা জায়যে হতে পারে; তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ কথিবা তাদরে অনুকরণ হিসেবে নয়।

যে সকল নামরে মধ্যে পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে অর্থ রয়েছে সসেব নামে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- সারকেব (চোর), জালমে (অন্যায়কারী)। কথিবা মশিররে ফরোও ও অন্যান্য পাপিষ্টিদরে নামে নাম রাখা; যমেন- ফরোউন, হামান, ক্বারুন।

যে সকল প্রাণী নকিষ্ট স্বভাবরে জন্য প্রসদিধ সসেব প্রাণীর নামে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- গাধা, কুকুর, বানর ইত্যাদি।

ইসলাম বা দ্বীন শব্দরে সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- নুর উদ্দীন, শামছুদ্দীন কথিবা নুরুল ইসলাম, শামছুল ইসলাম। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার প্রাপ্যরে চয়ে বেশি অধিকার দয়ো হয়। সলফে সালহীন আলমেগণ নজিরো এ ধরণে উপাধতি ভূষতি হতে অপছন্দ করতনে। ইমাম নববী (রহঃ) কে محي الدين (মুহি উদ্দীন বা ইসলাম ধর্মরে পুনর্জীবিতকারী) উপাধতি ডাকা হলে তনি তা অপছন্দ করতনে। অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তার ক্ষত্রে



تقي الدين (তকী উদ্দীন বা ইসলাম ধর্মেরে ধার্মিক) উপাধিতে ডাকাকৈ অপছন্দ করতেন। তিনি বিলতনে: কনিত্তু, আমার পরবিার আমাকৈ এ উপাধি দিয়েয় সটৌ মশহুর হয়ে গেছে।

আব্দ শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দকৈ “আল্লাহ্” শব্দরে সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নাম রাখা মাকরুহ। যমেন- হাসাবুল্লাহ্/হাসাব উল্লাহ্, রহমতুল্লাহ্/রহমত উল্লাহ্ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে রাসূল শব্দরে সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নাম রাখাও মাকরুহ।

ফরেশেতাদরে নামে নাম রাখা মাকরুহ। অনুরূপভাবে কুরআনরে সূরাসমূহরে নামে নাম রাখাও মাকরুহ। যমেন- ত্বহা, ইয়াসীন ইত্যাদি। এ নামগুলো ‘হুরুফে মুকাত্ত্বাআ’ (বচ্ছিনি বর্ণমালা); রাসূলরে নাম নয়।[দখেন: ইবনুল কাইয়্যমে এর ‘তুহফাতুল মাওদূদ’ পৃষ্ঠা-১০৯]

শুরু থেকে এ নামগুলো দিয়ে নাম রাখা মাকরুহ। কনিত্তু, যার পরবিার তার জন্য এ ধরণরে কোন নাম রখেছে, এখন সে বড় হয়েছে এবং এ নাম পরবির্তন করা তার পক্ষয়ে কঠনি তার জন্য নাম পরবির্তন করা আবশ্যকীয় নয়।

নামসমূহরে চারটি স্তর:

প্রথম স্তর: ‘আব্দুল্লাহ্’ ও ‘আব্দুর রহমান’ এ দুটি নাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, তিনি বিলনে: “আল্লাহ্ৰ কাছয়ে সর্বাধিকি প্রিয় নাম হচ্ছয়ে- আব্দুল্লাহ্ ও আব্দুর রহমান।[সহহি মুসলমি (১৩৯৮)]

দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহ্ৰ আব্দ বা দাসত্ব অর্থজ্ঞাপক সকল নাম। যমেন- আব্দুল আযযি (আল-আযযিরে দাস), আব্দুর রহীম (আর-রহীমরে দাস), আব্দুল মালকি (আল-মালকিরে দাস), আব্দুল ইলাহ (আল-ইলাহ-এর দাস), আব্দুস সালাম (আস-সালামরে দাস) ইত্যাদি য়ে নামগুলোতে আল্লাহ্ৰ দাসত্বরে অর্থ রয়ছে।

তৃতীয় স্তর: নবীগণ ও রাসূলগণরে নামসমূহ। নঃসন্দহয়ে তাঁদরে মধ্যয়ে সর্বগোত্ম ও সবচয়ে মর্যাদাবান হচ্ছনে আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নামসমূহরে মধ্যয়ে রয়ছে- আহমাদ। এর পররে স্তরয়ে রয়ছনে- ‘উলুল আযম’ শ্রণীর রাসূলগণ। তাঁরা হচ্ছনে- ইব্রাহমি (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও নূহ (আঃ)। তাঁদরে পরয়ে অন্য সকল নবী ও রাসূল।

চতুর্থ স্তর: আল্লাহ্ৰ নকেকার বান্দাগণরে নাম। তাঁদরে মধ্যয়ে সর্বপ্রথম আসবে সাহাবীদরে নাম। তাঁদরে অনুকরণ ও উচ্চ মর্যাদা লাভরে আশায় তাঁদরে সুন্দর নামগুলো দিয়ে নাম রাখা মুস্তাহাব।

পঞ্চম স্তর: প্রত্যকে সুন্দর ও সঠিকি অর্থবোধক ভাল নাম।



নাম রাখার সময় কিছু বিষয় খয়োল রাখা ভাল; যমেন-

১। এ বিষয়টি অনুধাবন করা যবে, সন্তান এ নামটি আজীবন ধারণ করবে। এ নামের কারণে হয়তো তাকে ববিরতকর পরস্খিতি ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। যার ফলে তার পতির প্রতি বা মাতার প্রতি কথিবা যবে ব্যক্তি তার নামটি রেখেছে সে ব্যক্তির প্রতি তার খারাপ মনোভাব হবে।

২। অনকেগুলো নামের মধ্য থেকে সন্তানের জন্য একটি নাম নির্বাচন করার সময় কয়কেটি দকি ববিচেনা করা উচিত। স্বয়ং নামটি উপযুক্ত কনি? এ নামটি একজন শশির নাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকরে নাম, একজন বয়বোধ ব্যক্তি ও পতির নাম হিসেবে কমন হবে? এ নাম দিয়ে উপনাম তরী করলে (অমুকরে পতি) কমন হবে? পতির নামের সাথে মলিয়ে লখিলে (অমুক বনি অমুক) কমন হবে? ইত্যাদি।

৩। সন্তানের নাম রাখা পতির শরয়ি অধিকার। যহেতে পতির দকি সন্তানকে সম্বন্ধতি করা হবে। কনিতু পতির জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নাম নির্বাচনে মাকওে অংশীদার করা এবং মায়েরে মতামত নয়ো যাতে করে নামটি সুন্দর হলে মা এতে সন্তুষ্ট থাকনে।

৪। সন্তানকে তার পতির দকিই সম্বন্ধতি করা ওয়াজবি; পতির মৃত্যু হলেও কথিবা তালাকদাতা হলেও। এমনকি পতি যদি সন্তানের প্রতিপালনেরে দায়তিব না নিয়ে কথিবা আদটো তাকে না দখে তবুও। সন্তানকে তার পতি ছাড়া অন্য কারো সন্তান হিসেবে পরচিয় দয়ো হারাম; শুধুমাত্র এক অবস্থা ছাড়া। সটো হচ্ছে- যদি ব্যভচারেরে কারণে কোন সন্তানেরে জন্ম হয়; আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সক্ষেত্রে সন্তানকে তার মায়েরে দকি সম্বন্ধতি করা হবে। তাকে তার পতির দকি সম্বন্ধতি করা জায়যে হবে না।